ভূমিকা

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের জন্মলাভ ও পথচলা — দুটোই শুরু হয় ইংরেজ রাজত্বকালে। পলাশীর যুদ্ধে বঙ্গদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রারম্ভিক লগ্নে, আরোও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে ভারত তথা বাংলার পরাজয়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন বাঙালির ভাবজগতে ব্যাপক পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি করে। জ্ঞান - বিজ্ঞান - সাহিত্যে সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের রাজদণ্ড এ দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক জগতে নতুন বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। গোটা বাঙালি সমাজ নবউন্মেষের দিকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যেতে থাকে, আর সে উন্মেষে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সমসাময়িক বিভিন্ন সংবাদ-সাময়িকপত্র।

কিন্তু কিভাবে কিংবা কোন পরিস্থিতিতে জন্ম নিল পত্র-পত্রিকাগুলি, এর ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে সেই সময়ের সদ্য পরিবর্তিত সমসাময়িক দেশ-কাল-পাত্রের বিন্যাসটি লক্ষ্য করতে হবে।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিংহাসনচ্যুত হয়ে গেলে মসনদের দখল ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতেই কার্যত চলে যায়। এতে বাঙালি চিত্তের বিশেষ কোনো হেলদোল দেখা যায়নি। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের ফসল — ইংল্যাণ্ডের সস্তা কাপড় যখন ভারতীয় বাজারকে ছেয়ে ফেলে, তখন বাংলাদেশের মসলিনের তথা পল্লীর বস্ত্রশিল্পের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে; এর সঙ্গে ব্যাপকহারে রাজস্ব বৃদ্ধি বাঙালিকে অর্থনৈতিক দুরবস্থার শেষ সীমায় উপনীত করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' -এর (১১৭৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ) বীভৎসতাও। ফলে যে সমাজের বুকে প্রায় ৮০০ বছর ধরে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভূমিষ্ঠ ও পালিত হয়েছিল তা মূলগতভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় যা বাঙালি মানসে তৈরি করে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়া তৈরি করে ব্রিটিশ কোম্পানীর শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব (১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের সনদে কোম্পানী শিক্ষার জন্য একলক্ষ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরাজি শিক্ষার সরকারী মর্যাদা স্বীকৃত হয়।)। সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ (১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ; ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে দাস প্রথার বিলোপ; ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহ আইন প্রণয়ন ইত্যাদি) বাঙালি চিত্তকে চকিত ও বিচলিত করে। নবপ্রবর্তিত টেলিগ্রাফ ((১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দ), রেলপথ (১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দ) — বাঙালি জীবনে

নতুনত্বের ছোঁয়া এনে দেয়।

আবার ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর প্রবর্তন প্রাচীন বংশকৌলিন্যে খ্যাত অধিকাংশ জমিদারি বংশের উচ্ছেদসাধন করে, আর সে জায়গায় দখলদারি নেয় কলকাতার বিত্তবান ভুঁইফোঁড় ব্যবসায়ী শ্রেণি, যাদের সাহচর্যে জন্ম নেয় কলকাতার 'বাবু কালচার'।

অন্য একদল হল মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যাঁরা বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার হয়ে ওঠেন। যাঁরা চাকুরিজীবী, তাঁদের কাছে শিক্ষা এক নতুন জগতের পরিচয় বহন করে আনল। এতে তাঁরা যেমন সত্যনিষ্ঠা, পাপের প্রতি ঘৃণা, অন্যায়ের বিরুদ্ধতার প্রতি গুরুত্ব দিতেন, তেমনি তা তাঁদের অনেককে চাকুরিসূত্রে বিবর্তনের সুযোগ করিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তিতে সাহায্য করল। তবে পাশ্চাত্য বিদ্যার পাশাপাশি প্রাচীন প্রাচ্যবিদ্যাও তাঁদের কাছে সম্মান ও শ্রদ্ধেয় ছিল। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট-এর ঘোষিত নীতি অনুসারে উচ্চসরকারী পদপ্রাপ্তির ক্ষেত্র যখন ভারতীয়দের কাছে খুলে গেল তখন এঁদের সামাজিক প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পেল।

আবার ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, পরবর্তীকালে হেনরী ডিভিয়ান ডিরোজিও-র মতো মানুষের অনুপ্রেরণায় একদল নব্যযুবক পাশ্চাত্য চিন্তায় উগ্র হয়ে উঠলেন, যাঁরা হলেন নব্যবঙ্গীয় অর্থাৎ 'ইয়ং বেঙ্গল'।

ইতিমধ্যে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা (১৮০০ সাল), কলকাতায় ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮০০ সাল) এবং সেখানে বাংলা বিভাগ গঠন ও বাংলায় ধারাবাহিক গদ্য সাহিত্য লেখা নিয়ে তাঁদের আগ্রহ ও মুদ্রণযন্ত্রে (১৮০০ সাল) পুস্তক প্রকাশ তৎকালীন বঙ্গদেশের সাহিত্য জগতের হাওয়া বদলের সূত্রপাত করে।

আর খ্রিষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচার, রক্ষণশীল হিন্দু প্রতিপক্ষ (যেমন রামমোহন রায়) -এর অবিরাম বাদানুবাদ,রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিরোধিতাই যাঁদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান এরূপ অত্যন্ত প্রগতিবাদী নব্যবঙ্গীয়দের উগ্র আচরণ বাঙালি জনসমাজে ভাবসংঘাতের জন্ম দেয়। আর তাদেরই মুখপাত্ররূপে আবির্ভাব ঘটে বিভিন্ন ইংরেজি ও বাংলা সাময়িকপত্রগুলি।

প্রথম ইংরেজি সংবাদ পত্রের প্রকাশ ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে — জেমস অগাস্টাস হিকির 'বেঙ্গল গেজেটি'র মাধ্যমে; পরে ১৮১৮ সালে 'সমাচার দর্পণ - এর মধ্যে দিয়ে বাংলা সংবাদপত্রের প্রথম প্রকাশ। আর ক্রমান্বয়ে সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত সংবাদ সাময়িকপত্রের আনুমানিক সংখ্যা *'ইংরাজি-বাংলা মিলিয়ে প্রায় চোদ্দশোর মত'।* (৫ পৃষ্ঠা, ভূমিকা, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, প্রথম খণ্ড, স্বপন বসু, ২৯ এপ্রিল, ২০০০)

কেবল নিত্যনৈমিত্তিক তথ্য দিয়ে পাঠককে টেনে রাখা সম্ভব নয় বুঝে রসানুভূতি ও কৌতূহল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র, বিশেষত সাময়িক পত্রিকাগুলিতে, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, বিশেষত সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন লেখা হতে থাকে। বাঙালি চিত্তে সাহিত্য বিষয়ে প্রবল উন্মাদনা জাগ্রত হয় ক্রমশ। উনিশ শতকে যত সাহিত্যসৃষ্টি

যথা কাব্য, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি লেখা হয়েছিল তার সিংহভাগই আত্মপ্রকাশ করে সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলিতে। আর এই সাহিত্যসৃষ্টি কেমন মানের হয়েছে সে বিষয়েও মতামত প্রকাশ করা হতে থাকে এখানেই। যার মধ্য দিয়েই সমালোচনা সাহিত্যের আবির্ভাব। বাংলা সাহিত্য সমালোচনা জগতে যে সমালোচনাটি প্রথম গুরত্ব লাভ করে সেটি হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দ)। সাহিত্যিক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দ) টিকেও সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রথম দাবিদার হিসাবে রাখার প্রস্তাব ওঠে। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সৃষ্টিটিই সাহিত্য সমালোচনার প্রথম বিস্তৃত সমালোচনা একথা ঠিকই এবং এটাই প্রথম সংবাদ-সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হবার সৌভাগ্য লাভ করে, রঙ্গলালের উদ্দিষ্ট লেখাটি অবশ্যই নয়। সে যাই হোক, আমাদের উদ্দেশ্য হল উনিশ শতকের (১৮৫৪-১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ) সংবাদ-সাময়িকপত্রে বাংলা নাটকের কোন্ কোন্ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে তার প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণ করা।

যেহেতু নাট্য-সমালোচনার ধারাবাহিক ইতিহাস সংবাদ-সাময়িকপত্রে কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তা অনুসন্ধান করা আমার গবেষণার বিষয়। সেক্ষেত্রে আমার উদ্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অর্থাৎ ১৮৫৪-১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে যে সব সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশন করা এখানে উচিত বলে মনে হয়েছে। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণে লেখা নাট্যকার জি. সি. গুপ্তের **'কীর্তিবিলাস'** এবং নাট্যকার তারাচরণ সিকদারের সৃষ্ট **'ভদ্রার্জুন'** — এই দুটি নাটকের মধ্য দিয়ে বাংলা মৌলিক নাটক সৃষ্টি হয়। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত হয় নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের **'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব'** নাটকটি। আর বাংলা মৌলিক নাটক সৃষ্টির প্রায় হাত ধরাধরি করে এসে উপস্থিত হয় বাংলা নাটকের সমালোচনা সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলিতে। ঐ সালেই অর্থাৎ ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দেই **'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব'** নাটকের সমালোচনা প্রকাশ পায়। উনিশ শতকের সংবাদ-সাময়িকপত্রের অন্যতম বিশেষজ্ঞ ডঃ স্বপন বসুর লেখা তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি ২৩ শে ডিসেম্বর ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত 'সম্বাদ-ভাস্কর' পত্রিকায় প্রকাশিত **'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব'** নাটকের সমালোচনাটিই উনিশ শতকে বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রথম নাট্য-সমালোচনা। এই সমালোচনাটি সংক্ষিপ্তাকারে লিখিত। যেহেতু প্রাগুক্ত 'সম্বাদ-ভাস্কর' পত্রিকাটির সংখ্যা আমরা হাতে পাইনি তাই ডঃ স্বপন বসুর দেওয়া তথ্য ব্যবহার করা হল। এছাড়া ডঃ স্বপন বসুর লেখা তথ্য থেকে আমরা এও জানতে পারি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় **'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব'** নাটকের আরও একটি নাতিদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে বলা যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' পত্রিকায় মাঘ, ১৭৭৬ শকাব্দে প্রকাশিত **'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব'** নাটকের সমালোচনাটিই বাংলা নাটকের প্রথম বিস্তৃত সমালোচনা যা আমরা খুঁজে পেয়েছি। এরপর সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়েই আমরা

বাংলায় লেখা বহু নাটকের সমালোচনা বাংলা ও ইংরাজিতে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি সংবাদপত্রে খুঁজে পেয়েছি। উনিশ শতকের কয়েকশ' পত্রিকার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পত্রিকা বেছে নেওয়া হয়েছে। যেমন 'সংবাদ প্রভাকর', 'এডুকেশন গেজেট', 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ', 'রহস্য-সন্দর্ভ', 'সংবাদ-ভাস্কর', 'বঙ্গদর্শন', 'আর্য্যদর্শন', 'ভারতী', 'জ্ঞানাঙ্কুর', 'বান্ধব', 'ভারত-সংস্কারক', 'মধ্যস্থ', 'সাধনা', 'Calcutta Review', 'বীণাপাণি', 'নব্যভারত', 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উনিশ শতকের এই সমস্ত সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে যেগুলিতে নাট্য-সমালোচনা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি।

'সংবাদ প্রভাকর' — উনিশ শতকের প্রথম পাদে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত -এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা। সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য আবেদন জানালে কবি ঈশ্বর গুপ্তের আবেদন অনুসারে ১১ই জানুয়ারী ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করে এবং ২৮ শে জানুয়ারী থেকে পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে প্রতি শুক্রবার। পত্রিকাটি প্রকাশে সম্পাদকের সাহায্যকারী ছিলেন পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। দেশ বিদেশের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে পত্রিকার প্রকাশ। ১২৩৯ বঙ্গাব্দে যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু ঘটলে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯ সালে ৬৯ সংখ্যার প্রকাশের পর 'সংবাদ-প্রভাকর' -এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় চার বছর পরে ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে (২৭ শে শ্রাবণ ১২৪৩ বঙ্গাব্দ) পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়। তবে এবারে 'বারত্রয়িক' রূপে অর্থাৎ সপ্তাহে তিন দিন। আর ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে (১লা আষাঢ়, ১২৪৬) পত্রিকাটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদ এর গৌরব অর্জন সহ প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। ১৮৫৯ সালে সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরলোক গমন করলে তাঁর ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত পত্রিকা সম্পাদনার কাজ চালিয়ে যান। পত্রিকাটির অস্তিত্ব কতদিন পর্যন্ত বজায় ছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না।

তত্ত্ববোধিনী — *'ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন এবং উন্নতি কিপ্রকার হইবেক'* - এই উদ্দেশ্যে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মুখপাত্র হিসাবে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট। পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনি একাদিক্রমে বারো বছর (১৮৪৩-১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) পত্রিকাটির পরিচালন ভার নেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্বাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিলাতী পত্রিকার মতো তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে 'পেপার কমিটি' নামে প্রবন্ধ নির্বাচনী সভা ছিল। প্রবন্ধ নির্বাচনী সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখেরা। অক্ষয়কুমার দত্তের পর মোট সাত জন পত্রিকা সম্পাদনের ভার নেন। এঁরা হলেন নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পত্রিকাটি সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিল।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ — কলকাতার ভার্নাকিউলার লিটারেচার কমিটি বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে, ব্রিটিশ সরকারের অর্থানুকূল্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় *'পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা শিল্প*

সাহিত্যাদ্যোতক মাসিক পত্র' হিসাবে প্রকাশিত হয় 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'। পত্রিকা প্রকাশের তারিখ কার্ত্তিক ১২৫৮ বঙ্গাব্দ। *'আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের পাঠযোগ্য করণার্থে উক্ত পত্র অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক এবং তত্রত্য প্রস্তাবিত বস্তু সকলের বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে তাহাতে নানাবিধ ছবি থাকিবেক'* — পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত এই প্রতিশ্রুতিও পালন করে এই পত্রিকা। আরও একটি সবিশেষ কারণে পত্রিকাটি গুরুত্ব দাবী করতে পারে। এখানেই বাংলা সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত হয়। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'তে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখের সাহিত্য সৃষ্টির বিশ্লেষণ করা হয়েছে অত্যন্ত সুচারুভাবে। পত্রিকাটি প্রায় দশ বছর স্থায়ী হয়। মোট সাতটি পর্বে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রথম ছ'টি পর্ব সম্পাদন করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রই। আর তাঁর পর শেষ পর্বটি কালীপ্রসন্ন সিংহ পত্রিকা সম্পাদনের ভার নেন। তবে পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নি, —

১ম পর্ব, কার্ত্তিক ১৭৭৩ শক — আশ্বিন, ১৭৭৪ শকাব্দ।

২য় পর্ব, পৌষ, ১৭৭৪ শক — অগ্রহায়ণ, ১৭৭৫ শকাব্দ।

৩য় পর্ব, চৈত্র, ১৭৭৫ শক — ফাল্গুন, ১৭৭৬ শকাব্দ।

৪র্থ পর্ব , বৈশাখ — চৈত্র, ১৭৭৯ শকাব্দ।

৫ম পর্ব, বৈশাখ— চৈত্র, ১৭৮০ শকাব্দ।

৬ষ্ঠ পর্ব, বৈশাখ — চৈত্র, ১৭৮১ শকাব্দ।

৭ম পর্ব বৈশাখ — অগ্রহায়ণ, ১৭৮২ শকাব্দ।

সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ ব্রিটিশ সরকারের চোখের বালি **'নীলদর্পণ নাটক'** -এর বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করায় গভর্ণমেন্ট রুষ্ট হন এবং পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি অবসর গ্রহণে বাধ্য হন।

বঙ্গদর্শন —উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র জগতের এক পরম বিস্ময় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ। বৈশাখ ১২৭৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই মাসিক বঙ্গদর্শন *'বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল'* (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পত্রিকাটির প্রকাশ। সমসাময়িক বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিক এই পত্রিকায় লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। 'বঙ্গদর্শন' -এর প্রথম পর্যায়টি একাদিক্রমে চলে টানা চার বছর, ১২৭৯, বৈশাখ থেকে - ১২৮২ সাল চৈত্র পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায়। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয় সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্যোপাধ্যায় সম্পাদনার কাজ থেকে অব্যাহতি নিলে। 'বঙ্গদর্শন' -এর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় 'বঙ্গদর্শন' -এর লেখক গোষ্ঠীর অন্যতম সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১২৮৪ বঙ্গাব্দ (১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে। ১২৮৪ থেকে ১২৮৫ বঙ্গাব্দ দুটি বছরে বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত, ১২৮৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত, ১২৮৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত,

১২৮৯ বঙ্গাব্দে বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাঁরই সম্পাদনায়। ১২৯০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই চারটি সংখ্যা বের হয় তৃতীয় পর্যায়ে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার -এর সম্পাদনায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন' অংশে, *'সম্পাদকের মতের বিপরীত মতও'* পাঠযোগ্য হলে বিনা দ্বিধায় ছাপানো হত।

নব্যভারত — বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের জগতে মননশীল পত্রিকা রূপে পরিগণিত হতে পারে 'নব্যভারত' পত্রিকাটি। জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'নব্যভারত' পত্রিকাটির সম্পাদক এবং সত্ত্বাধিকারী ছিলেন দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। অতি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা 'নব্যভারত' পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিল। গ্রন্থ সমালোচনার কাজও হত চমৎকার। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রমুখেরা এই পত্রিকাতে লিখতেন। পত্রিকাটি দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছর স্থায়ী হয়। একটানা সাঁইত্রিশ বছর পরিচালনা করার পর সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর মৃত্যু ঘটলে (১৩২৭ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন) পুত্র প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী মৃত্যুমুখে পতিত হলে তৎপত্নী ফুল্লনলিনী পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব নেন ১৩২৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যা থেকে। ১৩৩২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটি চলে বন্ধ হয়ে যায়।

আর্য্যদর্শন — *'জ্ঞান ও নীতির চর্চ্চা এবং প্রচার'* -এর মুখ্য উদ্দেশ্যে *'সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, বার্ত্তাশাস্ত্র, জীবনবৃত্ত, শব্দশাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন'* বিষয়ক মাসিকপত্র 'আর্য্যদর্শন' -এর প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১২৮১ বঙ্গাব্দে। পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। প্রথমে টানা পাঁচবছর পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয় অর্থাৎ বৈশাখ, ১২৮১ বঙ্গাব্দ থেকে চৈত্র, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। এরপর একটি বছর অর্থাৎ ১২৮৬ বঙ্গাব্দে পত্রিকা প্রকাশনার কাজ বন্ধ থাকে। পুনরায় পরের বছর ১২৮৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে এর প্রকাশ আরম্ভ হয় এবং একাদিক্রমে আট বছর অর্থাৎ ১২৯৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

ভারতী — *'স্বদেশীয় ভাষায় জ্ঞানোপার্জ্জন এবং ভাবস্ফূর্তি'* , *'স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ'* - *'জ্ঞান গ্রহণ'*, *'কিন্তু ভাবালোচনার সময়'* *'স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টিতে'* দেখার অঙ্গিকার করে মাসিক 'ভারতী'র আত্মপ্রকাশ শ্রাবণ, ১২৮৪ বঙ্গাব্দে। সম্পাদক হন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সদস্য রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুদীর্ঘ ৫০ বছর (প্রায়) ধরে পত্রিকাটি সজীব ছিল। তবে পত্রিকার প্রকাশের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন 'জ্যোতি' অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি রবীন্দ্রনাথের 'নতুন দাদা'। পত্রিকা প্রকাশের পর প্রথম সাতটি বছর একাদিক্রমে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করে অব্যাহতি নেন বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১২৯১ সাল থেকে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নেন রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী। ১২৯৩ বঙ্গাব্দ থেকে স্বর্ণকুমারীর সম্পাদনার আমলেই ঠাকুরবাড়ির অন্য এক সদস্যা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর

'বালক' পত্রিকা 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। একাদিক্রমে সাত বছর 'ভারতী ও বালক' - নামে পত্রিকাটি সচল থাকার পর পুনরায় 'ভারতী' তেই ফিরে যায়। এরপরেও এক বছর ১৩০১ পর্যন্ত পত্রিকা সম্পাদনা করে মোট এগারো বছরের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। ১৩০২-১৩০৪, এই তিনটি বছর যুগপৎ সম্পাদনার দায়িত্ব সামলান স্বর্ণকুমারী দেবীর দুই কন্যা হিরন্ময়ী দেবী এবং সরলা দেবী। একটি বছর ১৩০৫ এর পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩০৬-১৩১৪ — এই ৯টি বছরের 'ভারতী' পরিচালনার জন্য সম্পাদক পদে ব্রতী হন এককভাবে সরলা দেবী। ১৩১৫-১৩২১ — এই সাতটি বছরের পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ করেন স্বর্ণকুমারী দেবী। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় যুগলে সম্পাদনার কাজ করেন ১৩২২ থেকে ১৩৩০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বছরগুলি। পরিশেষে সরলা দেবী পুনরায় 'ভারতী' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৩৩১ থেকে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। আর ১৩৩৩ এর কার্ত্তিক সংখ্যা প্রকাশের পর ভারতী চিরকালের মত বন্ধ হয়ে যায়।

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ — সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৪ ঠা জুলাই, শুক্রবার আত্মপ্রকাশ করে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন রেভারেন্ট ও'ব্রায়ান স্মিথ। পত্রিকা সম্পাদনার কাজে স্মিথকে সাহায্য করতেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। এরপর দু'মাস অস্থায়ীভাবে পত্রিকা পরিচালনা করেন কানাইলাল পাইন ও ব্রহ্মমোহন মল্লিক নামে দুই ব্যক্তি। ১৮৬৬ -এর মার্চ মাস থেকে স্থায়ী সম্পাদক পদে রত হন প্যারীচরণ সরকার। স্বাধীনচেতা প্যারিচরণের সঙ্গে সরকারের মতানৈক্য ঘটলে ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করেন। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্বভার শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তারপর তৎপুত্র কুমার মুখোপাধ্যায় পত্রিকা সম্পাদনার দায়ভার নেন। পত্রিকাটি সুদীর্ঘকাল ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ (১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত জীবিত ছিল।

মধ্যস্থ — *'নূতন প্রকারের নূতন সাপ্তাহিক'* হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে 'মধ্যস্থ' পত্রিকার। ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ২ রা বৈশাখ তারিখে উনিশ শতকের প্রখ্যাত নাট্যকার মনোমোহন বসুর সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, দেশ-বিদেশের সংবাদ ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ সমালোচনাও করা হত পত্রিকাটিতে। প্রায় দেড় বছর সাপ্তাহিক রূপে আত্মপ্রকাশের পর ৯ই কার্ত্তিক ১২৮০ বঙ্গাব্দ থেকে পত্রিকাটি মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। তবে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হলেও পত্রিকাটির প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। আর এই অনিয়মের কারণ হিসাবে সম্পাদক মহাশয় নিজের *'পীড়াক্রান্ত' 'দেহ'* কেই দায়ী করেন। এরপর ১২৮২ বঙ্গাব্দের 'ভাদ্র-আশ্বিন' সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি একেবারে

বন্ধ হয়ে যায়।

বান্ধব— মাসিক 'বান্ধব' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে ১২৮১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। ঢাকা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করতেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আদর্শে 'বান্ধব' প্রকাশিত হয় বলে একে 'দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন' ও বলা হত। সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ষোল বছর ধরে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রথম পর্যায়ে মোট এগারো বছর ধরে চারটি স্তরে — ১২৮১-১২৮৩ বঙ্গাব্দ, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ, ১২৮৭-১২৮৯ বঙ্গাব্দ, ১২৯১-১২৯৪ বঙ্গাব্দ — পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য এই বছরগুলিতেও কোনো কোনো সংখ্যা অপ্রকাশিত ছিল। নবপর্যায়ে 'বান্ধব' চলে মোট পাঁচ বছর, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩১৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। নবপর্যায়তেও সবকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে এমন নয়। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের 'ভাদ্র' সংখ্যাটি প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

জ্ঞানাঙ্কুর— মাসিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকা ১২৭৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে। সম্পাদক হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ দাস পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। প্রথম দুটি সংখ্যা রাজশাহিতে মুদ্রিত হয়। পরে পত্রিকার কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় ভবানীপুরে। পত্রিকাটির মধ্যে বহু বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে লেখা ছাপা হত। কবিতা, উপন্যাস, গল্প ব্যতিরেকে ভাষা, ধর্ম, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, পুস্তক সমালোচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হত। তবে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রামনির্ভর সামাজিক উপন্যাস 'স্বর্ণলতা' এই পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয় ধারাবাহিকভাবে। তিন বছর চলার পর অর্থাৎ ১২৮২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর একটি মাস পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ থাকে। পুনরায় ১২৮২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নাম নিয়ে পত্রিকাটি পুনরায় সচল হয়।

ভারত সংস্কারক — 'বামাবোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ভারত-সংস্কারক' পত্রিকা। ১২৮০ বঙ্গাব্দের ৭ই বৈশাখ তারিখে পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ। প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে নব্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায় কর্তৃক পত্রিকাটি প্রচারিত হয়। বাল্য বিবাহের বিপক্ষে স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহের পক্ষে, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে জমিদারদের প্রজা পীড়নের ছবি তুলে ধরে। পত্রিকাটি পাঁচ বছরের কিছুটা বেশি সময় স্থায়ী হয়।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় — ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হয় 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'। সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতি পূর্ণিমাতে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল তারিখে পত্রিকাটি সাপ্তাহিক পত্রে রূপান্তরিত হয়। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল তারিখে পত্রিকাটি সাপ্তাহিক পত্রে রূপান্তরিত হয়। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দেই সম্পাদক পরিবর্তিত হয়। উদয়চাঁদ আঢ্য পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁর আমলে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। প্রায় ৩২ বছর তিনি সম্পাদনার কাজ করেন।

১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটলে পুত্র গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য কিছুদিন পত্রিকার দায়িত্বভার নেন। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসের পর সম্পাদনার দায়িত্ব গিয়ে পড়ে মহেন্দ্রনাথ আঢ্যের উপর। মহেন্দ্রনাথের পর পূর্ণচন্দ্র ঘটক কিছুদিন পত্রিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পত্রিকাটি সজীব থাকার প্রমাণ মেলে 'রিপোর্ট অন নেটিভ পেপারস্-'এ, অর্থাৎ পত্রিকাটি প্রায় ৭৬ বছর স্থায়ী হয়েছিল।

সাহিত্য — সাংবাদিক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে ১২৯৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখে। মাসিক এই সাহিত্য পত্রিকাটি আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। *'জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের'* উদ্দেশ্যে সৃষ্ট এই সাময়িকপত্রে 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদনা করে তাঁর মৃত্যু হলে বন্ধু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার আপন কাঁধে নেন। ১৩৩০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি পত্রিকাটি সচল রাখেন।

সম্বাদ ভাস্কর — চৈত্র ১২৪৫ (ইং ১৮৩৯, মার্চ) বঙ্গাব্দে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে 'সম্বাদ-ভাস্কর'। সম্পাদক ছিলেন শ্রীনাথ রায়। যদিও সংবাদ পত্রটির সম্পাদনার কাজে সাহায্য করতেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। শ্রীনাথ রায়ের মৃত্যুর পর ১৮৪০ এর পরে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বভার সরাসরি গ্রহণ করেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে (জানুয়ারী মাস) সপ্তাহে দু'বার পত্রিকাটি বেরোতে আরম্ভ করে। পরের বছর এপ্রিল থেকে বারত্রয়িক হিসাবে পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়। একাদিক্রমে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটি গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য-ই সম্পাদনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পালিত পুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য সম্পাদক রূপে 'সম্বাদ-ভাস্কর' প্রকাশ করতে শুরু করেন। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

সাহিত্য-কল্পদ্রুম — কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম'। শ্রাবণ, ১২৯৬ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। ছ'মাস পত্রিকাটি পরিচালিত হবার পর সম্পাদনার ভার নেন সাংবাদিক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য সম্পর্কীয় নানা লেখা পত্রিকাটিতে স্থান পেত। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে পত্রিকাটির দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হয়। ১৩০০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে পত্রিকাটি' হিন্দুহিতৈষী' পত্রিকার সঙ্গে একত্রে প্রকাশিত হয়, — 'হিন্দু হিতৈষী ও সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামে। তবে এই সময় পত্রিকাটির উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে অন্যরকম; সনাতন হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারই এই পত্রিকার মুখ্য কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

সাধনা — ঠাকুরবাড়ির সদস্য সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকা। প্রকাশকাল ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ মাস। ঠাকুরবাড়ির বেশ কয়েকজন তরুণ চাঁদা তুলে পত্রিকা প্রকাশের বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সুহৃদ সমিতির সেই সব সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ স্বয়ং, নীতিন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ প্রমুখ। সমসাময়িক প্রখ্যাত লেখকবৃন্দ এখানে লিখতেন; যেমন, প্রমথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সখারাম

গণেশ দেউস্কর প্রভৃতি। তিন বছর পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন সুধীন্দ্রনাথ। ১৩০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার নেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দে ভাদ্র-আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যা একত্রে প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

Calcutta Review — ইংরাজি ভাষায় লেখা পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন স্যার জন কেই (Sir John Kaye)। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, — "The object of the work is simply to bring together such useful information and propagate such sound opinions, relating to Indians affair, as will, it is hoped conduced, in some small measure, directly or indirectly, to the amelioration of the condition of the people." আর পত্রিকাটি প্রকাশের মূল লক্ষ্য ছিল '..... English-educated Bengali middle-class .....' পত্রিকাটিতে স্থানীয়, আঞ্চলিক বিষয়, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কীয় আলোচনা, পুস্তক পর্যালোচনা, কবিতা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বহু বিষয় স্থান পেত। বছরে পত্রিকাটির চারটি সংখ্যা বেরোত। প্রথম পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে পত্রিকাটি চলে ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়সীমার মধ্যে সম্পাদক বদল হয়েছে বেশ কয়েকবার। স্যার জন কেই-এর পর সম্পাদনার দায়িত্ব নেন আলেকজাণ্ডার ডাফ্। তিনি জুন ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ডিসেম্বর ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। এর পরে আসেন রেভারেণ্ড ডব্লু. বি. ম্যাকে (Rev. W. B. Mackay)। তিনি জানুয়ারী ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ডিসেম্বর ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। রেভারেণ্ড টমাস স্মিথ সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে জানুয়ারী ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আগষ্ট ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। জর্জ স্মিথ ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যা থেকে সম্পাদক হিসাবে পত্রিকাটির দায়িত্ব ভার নেন। ১৮৫৭ সাল থেকে পুনরায় জর্জ স্মিথ পত্রিকাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর পরে নূতন সম্পাদক হন রেভারেণ্ড টি. রিজ্‌ডেল। পত্রিকাটির দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ — এই পর্যায়ে পত্রিকাটির বছরে দুটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হতে শুরু করে। পরে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে পত্রিকাটি প্রকাশের দায়িত্ব নেয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

উনিশ শতকের উপরিউক্ত সংবাদ-সাময়িক পত্রগুলির বিষয়গত অন্বেষণে যতটুকু জানা গেছে তাতে বলতে পারি যে ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম নাট্যসমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই সময়টি ছিল বাংলা নাটক রচনার আদিপর্ব। তাই নাট্য-সমালোচনার ধারাকে জানার আগে কেমন ছিল সেই আদিপর্ব, কোন ধরনের নাটক কোন্ নাট্যকারদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল তার ইতিবৃত্তটি প্রথমে জানা প্রয়োজন। তাহলে সংবাদ-সাময়িকপত্রে নাট্য-সমালোচনার ধারাটির প্রবাহমানতার সূত্রপাত পর্বটি স্পষ্টতা পাবে।